Raniganj Girls' College
Department of History
Sixth Semester Core Paper (601) for Honours
Paper Name: War and Diplomacy(1914-1945)

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব

ঐতিহাসিক লিপসনের সঙ্গে সহমত হয়ে বলা যায়, ''১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের কারণ রুশ ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল''। তাই স্বৈরাচারী জার শাসিত পশ্চাদ্‌পদ রাশিয়ার ইতিহাসের মধ্যেই এই যুগান্তকারী ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার সময়ও রাশিয়া ছিল একটি মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রায় তিনশো বছরের পুরানো রোমানভ শাসকবর্গ দৈবানুগৃহীত বংশানুক্রমিক শাসন বজায় রেখেছিল যা আদৌ যুগোপযোগী ছিল না। রাজতন্ত্রের সুশাসনের কোন দায়িত্ব ছিল না, রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার গঠন ও প্রকৃতিতে ছিল প্রাচ্য দেশীয় স্বৈরাচার। আর জারের স্বৈরাচারের মূল উৎস ছিল সৈন্যবাহিনী ও গোঁড়া গ্রীক চার্চ। এই নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে জনগণের কোন অধিকার ছিল না।

প্রশাসনিক কাঠামোয় জারেরা ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা জার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং জারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। ভোটাধিকার, নাগরিক অধিকার বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তৎকালীন রাশিয়ায় অভাবনীয় বিষয় ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (মুক্তিদাতা জার)-এর উদ্যাগে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান 'জেমস্টোভো' গঠিত হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল জাতীয় আইন-সংসদ 'ডুমা'। সীমিত পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে এগুলি গঠিত হয়েছিল, যদিও এদের বিশেষ কার্যকর ক্ষমতা ছিল না। রাশিয়ার শাসকরা প্রাদেশিক গভর্নর, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, গুপ্তচর বিভাগ (থার্ড সেক্সন) ও আমলাদের নিয়ে প্রায় বিনা বাধায় স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছিলেন। তারা ইচ্ছেমত জেমস্টোভো বা ডুমা ভেঙ্গে দিতে পারতেন। রাশিয়ার অ-রুশ জাতিসত্ত্বাগুলি ও অধীনস্ত দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল রুশীকরণ-নীতি। বলা যায়,এই সময় রাশিয়া ছিল 'বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির কারাগার' ('a prison of nations'), এখানে পোল, ফিন, ইউক্রেনীয়, তুর্কী, বাইলো-রুশ, জর্জিয়, আর্মেনীয় প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর বসবাস ছিল, যাদের ভাষা-সংস্কৃতি-প্রথাও আলাদা আলাদা ছিল। আসলে জার-শাসিত রাশিয়ায় কোন প্রকৃত গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না, জনমত প্রকাশেরও কোন সুযোগ ছিল না।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ভূমিদাস প্রথার অস্তিত্ব রাশিয়ার সমাজ-জীবনের পশ্চাদ্‌পদতার চিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। সমাজ-জীবন যথারীতি অভিজাত ও কৃষক-শ্রমিক এই দুই শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। রাশিয়ার বেশীর ভাগ জমির মালিক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। অথচ কৃষি-নির্ভর রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রতিহাজারে ৮৫০ জন ছিল কৃষক। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কোন জমি ছিল না, এরা ছিল ভূমিহীন। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বড় অংশ এদেরই বহন করতে হত। রাশিয়ার কৃষি-অর্থনীতির দুরাবস্থা ও কৃষকদের দারিদ্র্য রুশ বিপ্লবের একটি প্রধান কারন হিসাবে দেখা দিয়েছিল। ১৯০২ সাল থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। রুশ-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আইজাক ডয়েসচার বলেছেন, বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ব মূহুর্তে রাশিয়ার কৃষকদের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল। ১৮৬১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের 'ভূমিদাস প্রথা বিলোপ আইন'(Emancipation Act of 1861) বা ১৯০৬-১৯১১ সালের মধ্যে স্টলিপিনের সংস্কার জমিদার গোষ্ঠী তথা সম্পন্ন কৃষকদের (কুলাক)পক্ষে লাভজনক হয়েছিল। যা কৃষি-অর্থনীতির মৌল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। [স্টলিপিন প্রতিক্রিয়াঃ ১৯০৫সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর জার দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রধানমন্ত্রী পিটার স্টলিপিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলশেভিক দলের অসংখ্য কর্মী ও নেতাকে সাইবেরিয়া বা অন্য জায়গায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। জেল থেকে দাগি আসামিদের মুক্তি দিয়ে তাদের জার-বিরোধী কৃষক-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। 'ব্ল্যাক হান্ড্রেড' (Black Hundred) নামে পরিচিত এই কুখ্যাত অপরাধিরা স্টলিপিনের আদেশে রাশিয়ায় চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৬ থেকে ১৯১১ –এই সময়কাল রাশিয়ার ইতিহাসে Reign of Black Hundred Terror বা 'স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া' নামে পরিচিত হয়ে আছে।]

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় শিল্পায়ন-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পায়নের হার বাড়ান হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় আয়ের পরিমান বাড়েনি। কারন এই পর্যায়ে বস্ত্র, লোহা, ইস্পাত, কয়লা, তেল ও রেলপথে বিদেশী পুঁজি লগ্নি করা হয়েছিল। অন্যদিকে শিল্প-শহরগুলিতে কারখানা-শ্রমিকরা কেন্দ্রিভূত হয়ে রাশিয়ার সমাজ-জীবনে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়ে বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল। মজুরীর নিম্ন-হার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দীর্ঘ শ্রম-সময় রুশ শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিয়েছিল যা শ্রমিকদের বিপ্লবমুখী করে তুলেছিল। শিল্পে বিদেশী-পুঁজির আধিপত্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুলাক শ্রেনীভুক্ত মানুষের প্রাধান্য রাশিয়ার ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য অর্থনীতি বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। এরসাথে যুক্ত হয়েছিল ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়, যা শুধু জারতন্ত্রের রাজনৈতিক ও

সামরিক দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে তোলেনি, অর্থনৈতিক দেউলিয়াপণাকেও সর্বোসমক্ষে তুলে ধরেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বলশেভিক দল ক্ষুব্ধ-অনন্যোপায় শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আনয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। [১৯০৫ সালের বিপ্লবঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় শুধু জারতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতারই প্রকাশ ছিল না, রুশ জনতার বর্দ্ধিত দুর্ভোগেরও কারণ ছিল। নিরুপায় হয়ে ১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছিল। ২২শে জানুয়ারী, ১৯০৫,রবিবার প্রায় ছয় হাজার শ্রমিক ফাদার গ্যাপন নামক এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে জারের শীত-কালীন প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেছিল কিছু দাবী-দাওয়া সম্বলিত আবেদন পত্র সহ। কিন্তু জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পুলিশ নির্বিচারে এই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে প্রায় এক হাজার শ্রমিককে হত্যা করেছিল। আহত হয়েছিল প্রায় দু'হাজার শ্রমিক। এই ঘটনা রাশিয়ার ইতিহাসে 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে পরিচিত। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। সমগ্র রাশিয়ায় যেন বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের সমর্থনে একের পর এক শহরে ধর্মঘট শুরু হয়, প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে নেমেছিল। শুধু রিগা শহরের পথে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। এই শ্রমিক বিক্ষোভের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুবকরাও সামিল হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও সৈন্যবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের জুন মাসে রুশ যুদ্ধজাহাজ 'পোটেমকিন'-এর নাবিকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের ২০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ১১-দিন ধর্মঘট চলেছিল, যা রাশিয়ার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ছিল। এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'সোভিয়েত' গঠন করেছিল এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাশিয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিল। চরম সংকটাপন্ন জারতন্ত্র প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট উইটির পরামর্শে ১৯০৫ সালের ৩০শে অক্টোবর 'অক্টোবর ইস্তেহার' বা 'অক্টোবর ঘোষণাপত্র'-এর মাধ্যমে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত 'ডুমা' বা পার্লামেন্টের হাতে দায়িত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।]

ফরাসি বিপ্লবের মত রুশ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে রুশ লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। জার প্রথম নিকোলাস রাশিয়ায় পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা সত্বেও পশ্চিমের মানবতাবাদ ও উদারনৈতিক আদর্শের প্রবেশ-প্রভাব রোধ করা যায়নি। টলস্তয়, তুর্গেনিভ, দস্তভয়েস্কি, পুশকিন, গোর্কি প্রভৃতি কালজয়ী লেখক-সাহিত্যিকরা রুশ-সাহিত্যে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। বাকুনিন ও ক্রোপ্টকিনের লেখা রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এই 'নিহিলিস্টরা' রাশিয়ার পুরানো সমাজ ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গড়ার কথা বলেছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৭৯) রাশিয়ার কৃষকদের মধ্যে 'নারদনিক'(Narodnaya Volya) বা 'জনগণের ইচ্ছা' আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। এর পাশাপাশি কার্ল মার্ক্সের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদও রাশিয়ার মাটিতে শিকড় বিস্তার করেছিল।

জার শাসিত রাশিয়ায় রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার ও প্রচলিত আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা-বিরোধী রাজনৈতিক-গোষ্ঠী গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ১৮৯৮ সালে মার্ক্সবাদে উদ্বুদ্ধ 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক' দল বা Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP)প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ১৯০৩ সালে এই দল ভেঙে চরমপন্থী 'বলশেভিক' (সংখ্যা গরিষ্ঠ) ও নরমপন্থী 'মেনশেভিক' (সংখ্যা লঘিষ্ঠ) নামে দুটি দলের জন্ম হয়েছিল। ১৯০২ সালে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী 'সোস্যাল রেভল্যুশনারি' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৩ সালে জমিদার ও বুর্জোয়াদের একটি গোষ্ঠী 'লীগ অফ ইমানসিপেসন' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইভাবে বিংশ শতকের শুরুতেই রাশিয়াতে বিভিন্ন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জমিদার থেকে শুরু করে শ্রমিক-কৃষক জনতা বিভিন্ন ভাবে নিজেদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছিল। এরপর ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় থেকে এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গী আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া'র সময়কালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল মতাদর্শের মাধ্যমে আরও সচেতন ও সক্রিয় হয়ে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং পরে ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লব সংঘটিত করেছিল। এছাড়া জনমত ও মতাদর্শ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল বহু পত্র-পত্রিকা। এগুলির মধ্যে 'ইস্ক্রা' ও 'প্রাভদা'-র নাম উল্লেখনীয়। [ইস্ক্রাঃ লেনিন ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর সুইৎজারল্যান্ডে থাকাকালীন সময়ে লিপ্জিগ্ থেকে 'ইস্ক্রা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা ছিল রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির মুখপত্র। প্রাথমিক ভাবে লেনিন পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন। নির্বাসনকালে তিনি যেখানে যেতেন সেখানে 'ইস্ক্রা' যেত। এর পরবর্তী সংখ্যা ১৯০০-১৯০২ পর্যন্ত ম্যুনিখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯০৩ সালে জেনেভা থেকে। লেনিন যখন লন্ডনে ছিলেন তখন সেখানে পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন।'ইস্ক্রা' শব্দের অর্থ 'স্ফুলিঙ্গ'। পত্রিকায় বড় বড় হরফে ছাপা থাকত 'ইস্ক্রা' আর তার নীচে ছোট করে ছাপা থাকত ''এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে''। যা বাস্তবে ঘটেও ছিল। এই পত্রিকায় মার্ক্সবাদী দর্শন ও বিপ্লবতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হত এবং তা রাশিয়াতে পাঠান হত। ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি বিভক্ত হলে লেনিন পত্রিকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবশ্য প্লেখানভ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন। প্রাভদাঃ 'প্রাভদা' ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র। সেন্ট পিটার্সবার্গ বা পেত্রোগ্রাদ থেকে ১৯১২ সালের ৫ই মে 'প্রাভদা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রাভদা' শব্দটির অর্থ 'সত্য'। শ্রমিকদের দৈনিক পত্রিকা হিসাবে এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় কিন্তু ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল এবং বলশেভিক আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। পত্রিকাটি বার বার জার

সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কিন্তু প্রত্যেকবার নতুন নতুন নামে প্রকাশিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯১৮ সালে বিপ্লবের পর মস্কোতে পত্রিকাটি পার্টির মুখপত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সোভিয়েত শাসন কালে 'প্রাভদা' সমগ্র দেশে প্রচারিত হত। ১৯৯১সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর 'প্রাভদা'র পাঠক সংখ্যা উল্লেখজনক ভাবে কমে যায়। শেষে ১৯৯২ সালে একটি গ্রীক লগ্নিকারকের হাতে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল।]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জারতান্ত্রিক রাশিয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায় কারন রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না। তার উপর যুদ্ধের অভিঘাতে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রণাঙ্গনে অভুক্ত, অস্ত্রহীন, পোশাকহীন সৈন্যবাহিনী পরপর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে সাধারন মানুষ, কৃষক ও সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় আইনসভা 'ডুমা'তে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক দল, সমাজতান্ত্রিক দল ও নরমপন্থীরা একটি বিরোধী-যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। তারা দায়বদ্ধ সরকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দাবী করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা শান্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল আর দেশের সর্বত্র খাদ্যের দাবী উঠেছিল। কৃষকরা সামন্তব্যবস্থা থেকে মুক্তি ও জমির অধিকার দাবী করেছিল। রাজধানী পেত্রোগ্রাদ (সেন্ট পিটার্সবার্গ,জার দ্বিতীয় নিকোলাস এর নামকরণ করেন পেত্রোগ্রাদ) শহরের শ্রমিকদের ধর্মঘট (৮ই মার্চ,১৯১৭) সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের স্লোগান ছিল – স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্, যুদ্ধ নিপাত যাক্, শান্তি চাই, রুটি চাই। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সৈন্যবাহিনী দিয়ে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। এই সময় জার নিকোলাস ও জারিনা আলেকজান্দ্রা জর্জিয়া থেকে আগত গ্রেগরী রাসপুটীন নামে এক ভন্ড সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, শাসনকার্য, মন্ত্রী নিয়োগ ছাড়াও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও জারিনা ও রাসপুটীনের প্রভূত প্রভাব ছিল। জার বাস্তব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। সৈন্যবাহিনীর বড় অংশ বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিলে রাজধানী পেত্রোগ্রাদ বিপ্লবীদের দখলে চলে গিয়েছিল (১২ই মার্চ,১৯১৭) এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই মার্চ,১৯১৭ জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগের সাথে সাথে দীর্ঘ ৩০০ বছরের রোমানভ বংশের অবসান ঘটেছিল। 'ডুমা'র বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ (মেনশেভিক দল) ১৪ই মার্চ,১৯১৭ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের প্রিন্স জর্জ লুভভ-এর নেতৃত্বে একটি আস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করেছিল। এই সরকারের বিচার বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আলেকজান্ডার কেরেনেস্কি। এইভাবে ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব বা বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। আসলে এটি ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। [রাশিয়াতে জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি (Julian Calender) প্রচলিত ছিল, যা পশ্চিম ইউরোপ বা বর্তমান রাশিয়ার বর্ষপঞ্জি থেকে ১৩ দিন পিছিয়ে ছিল। নতুন বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ৮ই মার্চ পুরান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারী হবে। একই ভাবে ৭ই নভেম্বর পুরানো রুশ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২৫শে অক্টোবর হবে। যে কারনে ১৯১৭ সালের 'অক্টোবর বিপ্লব' 'নভেম্বর বিপ্লব' নামেও পরিচিত।]

কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার জনগনের আশা-আকাঙ্কা পূরণে ব্যর্থ হয়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায়। সৈন্যরা আশা করেছিল যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং দেশে শান্তি ফিরবে, কৃষকদের আশা ছিল আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কুলাক শ্রেণীর বিলোপ ঘটবে এবং ভূমি-বণ্টন হবে, শ্রমিকদের আশা ছিল মজুরী-বৃদ্ধি এবং কাজের সময় নির্ধারণ হবে, নিপীড়িত জাতিসত্ত্বাগুলি আশা করেছিল স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু সকলেরই আশা ভঙ্গ হয়েছিল। অন্য দিকে বলশেভিকদের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সাধারন মানুষদের নিয়ে 'সোভিয়েত' বা পরিষদ গড়ে উঠেছিল, তাদের দাবী ছিল সব ক্ষমতা 'সোভিয়েত'–এর হাতে দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বলশেভিক নেতা লেনিন সুইৎজারল্যান্ডের নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে এসে বলশেভিক কর্মীদের সামনে 'এপ্রিল থিসিস' (৭ই এপ্রিল,১৯১৭, প্রাভদা) প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যত-কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন। তিনি অস্থায়ী সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেন এবং দাবী করেছিলেন সব ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েতের হাতে। তিনি শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক ও সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন বলশেভিকরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) থেকে বেরিয়ে আসবে। ফলে, সৈনিকরা পাবে শান্তি, কৃষকরা পাবে জমি, আর শ্রমিকরা পাবে রুটি। এই 'শান্তি, জমি ও রুটি'র শ্লোগান বলশেভিকদের জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন পেত্রোগ্রাদে রাশিয়ার সকল সোভিয়েতের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর এক মাস বাদে পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও সৈনিকরা সমবেত হয়ে সব ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দেওয়ার দাবী তুলেছিল। প্রজাতান্ত্রিক সরকার এই সমাবেশের উপর গুলি চালায়। এই পরিস্থিতিতে মেনশেভিক দলের আলেকজান্ডার কেরেনেস্কি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই বলশেভিকদের উপর দমন-নীতি গ্রহণ করেন। লেনিন ফিনল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময় সামরিক প্রধান কর্নিলভ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা লাভে সচেষ্ট হলে কেরেনেস্কি বলশেভিকদের সাহায্যে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু জনসমর্থন হারান। কারন তার সরকার তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, এমন কি রাশিয়াতে জার্মান অগ্রগতি প্রতিহত করার ক্ষমতাও এই সরকারের ছিল না। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব, সৈন্যদের যুদ্ধ ত্যাগ করার প্রবণতা প্রভৃতি, যার ফলে পরিস্থিতি মেনশেভিকদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। অন্যদিকে এই পরিস্থিতি বলশেভিকদের সুযোগ এনে দিয়েছিল। ৭ই নভেম্বর,১৯১৭ (পুরান জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২৫শে অক্টোবর) লেনিনের নির্দেশে এবং ট্রটস্কির নেতৃত্বে 'লাল ফৌজ' রাজধানী পেত্রোগ্রাদের অফিস, ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেলস্টেশন দখল করে নিয়েছিল। কেরেনেস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করে। এইভাবে বলশেভিকরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করেছিল এবং

আস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের জায়গায় সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেনিন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং ট্রটস্কি বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অনুশীলনের জন্যঃ

১০ মানের প্রশ্নঃ—

১। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কারন বা পটভূমি আলেচনা কর।
২। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের জন্য জারতন্ত্রের দায়িত্ব নিরূপণ কর।

৫ মানের প্রশ্নঃ—

১। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের কারণগুলি কি ছিল?
২। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের তাৎক্ষণিক কারন কী ছিল? এই বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
৩। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পূর্ব-রাশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয় দাও।
৪।.১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লব কিভাবে নভেম্বর বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল?
৫। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের জন্য কেরেনেস্কি-সরকার কতটা দায়ী ছিল?

১ ও ২ মানের প্রশ্নঃ—

১। রাশিয়ার রাজবংশের নাম লেখ। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় রাশিয়ার জার ও জারিনা কারা ছিলেন?
২। 'ডুমা' বলতে কী বোঝায়?
৩। 'কুলাক' কারা?
৪।'বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কারাগার' (presion of nations) বলতে কি বোঝ?
৫। কে, কখন 'মুক্তির আইন' (Act of Emancipation) জারি করেছিলেন?
৬। রাশিয়ার চারটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখ। এই দলগুলি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৭। RSDLP-র পূর্ণ রূপ কী?
৮। বলশেভিক ও মেনশেভিক কাদের বলা হয়?
৯। ফাদার গ্যাপন কে ?
১০। 'রক্তাক্ত রবিবার' বলতে কী বোঝায়?
১১। কাউন্ট উইটি কে ছিলেন?
১২। 'স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া' বলতে কি বোঝায়?
১৩। 'ইস্ক্রা' কি?
১৪। 'প্রাভদা' কি?
১৫। ম্যাক্সিম গোর্কি কে ছিলেন?
১৬। অক্টোব্র বিপ্লব কেন নভেম্বর বিপ্লব নামেও পরিচিত?
১৭। 'এপ্রিল থিসিস' কী?
১৮। লেনিন কে ছিলেন?
১৯। ট্রটস্কি কে?
২০। রাসপুটীন কে ছিলেন?
২১। রাশিয়ার বর্ষপঞ্জি কি নামে পরিচিত?
২২। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণকারী যুদ্ধ জাহাজটির নাম কি?
২৩। 'অক্টোবর ইস্তেহার' বা 'অক্টোবর ঘোষণাপত্র' কি?